গাংনীতে যৌক্তিক বালাইনাশক ব্যবহারে প্রশিক্ষণ

বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে উপজেলার ১০০ জন কীটনাশক ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে বালাইনাশকের সঠিক ও যৌক্তিক ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার গোস্বামী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান ও সরকারি কমিশনার ভূমি নাবিদ হোসেন।

বক্তারা বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার না করে নির্ধারিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এতে উৎপাদন খরচ কমার পাশাপাশি কৃষকের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া কোদালকাটি গ্রামের কীটনাশক ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান বলেন, এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার বিক্রয় ও আইন-কানুন সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা হয়েছে। তবে এই প্রশিক্ষণ আগে হলে অনেক কিছু জানা সম্ভবত।

হেমায়েতপুর গ্রামের কীটনাশক ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কীটনাশক ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র কীটনাশক বিক্রি বন্ধ ও কৃষিতে কীটনাশক যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে পারব।

মুজিবনগরে ৭শ কলাগাছের কাঁদি

কেটে তছরুপ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর কাঠডোবার মাঠে এক কৃষকের প্রায় দেড় বিঘা জমির ফলন্ত কলাগাছ কেটে তছরুপ করার অভিযোগ উঠেছে। এতে ওই কৃষকের আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মোশাদ আলী মোনাখালী ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য। তিনি জানান, দেড় বিঘা জমিতে প্রায় ৭০০টি কলাগাছ চাষ করেছিলেন। কলা চাষে তার প্রায় ৯০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। গাছগুলোতে ভালো ফলন এসেছিল। কলা বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় করার আশা করেছিলেন তিনি।

মোশাদ আলীর অভিযোগ, ঘটনার আগে তাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরে গত রাতে কপির চারা ঢাকার জন্য স্থানীয় কৃষকেরা নিজ নিজ জমিতে যাওয়ার সময় মাঠের একটি স্থানে কয়েকজনকে অবস্থান করতে দেখেন। ওই কৃষকরা ধারণা করছেন, তারা চলে আসার কিছুক্ষণ পর রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা মোশাদ আলীর জমিতে ঢুকে প্রায় ৭০০টি ফলন্ত গাছের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি গাছের কাঁদি কেটে ফেলে তছরুপ করে দেয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মোশাদ আলী বলেন, “অনেক কষ্ট ও টাকা খরচ করে কলাগাছগুলো বড় করেছিলাম। গাছগুলোতে ভালো ফলনও এসেছিল। কিন্তু রাতের আঁধারে সব কেটে দেওয়ায় আমার বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে, তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।”

এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনার মূল হোতা হোসেন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন সময়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনার মূল হোতা মো. হোসেন আলী ওরফে ‘বোমা হোসেন’ (৫০) ব্যক্তিকে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বোমা হোসেনের নিজ বাড়ি থেকে দুটি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোরে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে গাংনীর পূর্ব মালসাদাহ গ্রামে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তার দেখানো স্থান থেকে দুটি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হোসেন আলী গাংনী উপজেলার পূর্ব মালসাদাহ গ্রামের মৃত ওহিল উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইতিপূর্বে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের একপর্যায়ে হোসেন আলীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তের ধারাবাহিকতায় হোসেন আলীকে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পরে তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নিজ বাড়ি থেকে দুটি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে দুটি হত্যা মামলাসহ সাতটি জিআর ওয়ারেন্ট রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। হোসেন আলীর সহযোগীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’

[redacted]

[redacted]

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী ৩ দিনের রিমান্ডে

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিউমার্কেট থানা এলাকায় আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় যুব মহিলা লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। তিনি সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ রিমান্ডের এ আদেশ দেন।

নয়টি মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন লাভের পর গত ১২ আগস্ট তাকে নিউমার্কেট থানার এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

এরপর তার বিরুদ্ধে সাতদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক আমজাদ হোসেন তালুকদার।

সেই আবেদনের শুনানির জন্য আজ দিন ছিল।

রাষ্ট্রপক্ষ তার রিমান্ড আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষে আইনজীবী রিমান্ড বাতিলসহ জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তার তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, জুলাই আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে নিউমার্কেট থানাধীন নীলক্ষেত এলাকায় আন্দোলন চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ। এ ঘটনায় তার শ্যালক আব্দুর রব নিউমার্কেট থানায় হত্যা মামলা করেন।

মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাড়ি থেকে সৈয়দা মোনালিসাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে অবৈধভাবে সার পাচারের চেষ্টা, ১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের যুগিন্দা বাজারে অবৈধভাবে সার পাচারের সময় ২০ বস্তা সারসহ একটি অটোভ্যান আটক করেছে স্থানীয়রা।

বৃহস্পতিবার সকালে ধানখোলা বাজার থেকে আজান যাওয়ার পথে যুগিন্দা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি গাংনী উপজেলায় সারের সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সার না পেয়ে অনেক কৃষককে খোলা বাজার থেকে বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে। এ অবস্থায় সার পাচারের খবর পেয়ে স্থানীয়রা যুগিন্দা বাজারে একটি অটোভ্যান আটক করে উপজেলা প্রশাসনকে খবর দেন।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় অবৈধভাবে সার পরিবহনের অভিযোগে অটোভ্যানচালক শাহাবুল ইসলামকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা আরাফাত মিয়া আটক করা ২০ বস্তা সার সরকারি নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের ভাই মৃদুলের সম্পত্তি ক্রোকে

নোটিশ জারি

মেহেরপুরের সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই ও যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে দায়ের করা চেক ডিজঅনার মামলায় আদালতের দেওয়া জরিমানার টাকা আদায়ে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের পক্ষে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে একটি টিম মৃদুলের বাসভবনে এ সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছেন।

নোটিশে সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুরাইয়া জাহান ঝুরকা উল্লেখ করেছেন, আদালতের আদেশ অনুযায়ী দেওয়ানী কার্যবিধি,১৯০৮ এর ৭১ ধারা মতে দণ্ডিত ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা আদায়ের জন্য আসামির বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি জব্দ, ক্রোক ও নিলাম পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মামলার নথি ও বাদী সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়িক অংশীদার দেবাশীষ কুমার বাগচী ২০২৪ সালে মৃদুলের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের অভিযোগে মামলা করেন। মামলার নম্বর এসসি-১৫৬/২০২৪, সিআর-৯০৭/২০২৩। ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত মামলার রায়ে শহীদ সরফরাজ মৃদুলকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং চেকের টাকার দ্বিগুণ ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন। নির্ধারিত সময় পার হলেও তিনি জরিমানার টাকা পরিশোধ বা আপিল করেননি বলে মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে বাদী দেবাশীষ কুমার বাগচী জরিমানার টাকা আদায়ের জন্য আদালতে আবেদন করেন। আদালত আবেদন আমলে নিয়ে জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দেন। এ-সংক্রান্ত আদেশের অনুলিপি জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়।

এদিকে, আদালতের নির্দেশের পর শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা সমমূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তালিকায় অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে তিনটি সিলিং ফ্যান, একটি ফ্রিজ, দুটি খাট, এক সেট সোফা, দুটি আলমিরা, একটি ড্রেসিং টেবিল

ও একটি এসি। এসব মালামালের আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজার ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২ দশমিক ৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ০০৩২ একর, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ০২৭৫ একর ও একই খতিয়ানের পৃথক দাগে ০ দশমিক ০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ০৪২১ একর এবং হরিরামপুর মৌজার ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ৪৬ একর জমি।

সব মিলিয়ে স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ দশমিক ৩৬৪৫ একর। এসব জমির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

আহ্বায়ক রফিকুজ্জামান রফিক, সদস্যসচিব আরিফুল ইসলাম

মেহেরপুর জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)র আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কমিটিতে মো. রফিকুজ্জামান রফিককে আহ্বায়ক, মো. মুজাহিদুল ইসলামকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, মো. আব্দুস সালাম ও মো. নুরুজ্জামান তাজলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে।

এ ছাড়া মো. আরিফুল ইসলামকে সদস্যসচিব, মো. সৈকত জামান হাসনাতকে সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব এবং মো. তামিম ইসলাম ও মো. আশিক রাব্বীকে যুগ্ম সদস্যসচিব করা হয়েছে।

কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মো. মাহবুব তৌহিদ রবিন এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মো. আজম আলী। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে তানভীর মেহেদী ইমনকে।

এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে চতুর্থ শ্রেণি সরকারি কর্মচারী সমিতির আংশিক কমিটি ঘোষণা

‘করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবং অবিলম্বে নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মো. নাজমুল হক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সাবেক নাজির আত্তাব আলী খান। সভায় বক্তব্য দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের প্রধান তুলনাকারক শফিকুল ইসলাম, সমন্বয় পরিষদের সদস্য শাহিন ইকবাল, ওমর ফারুক লিটন, আজিমুল ইসলাম, মো. মজিরুল ইসলাম, মীর মো. তাজুল ইসলাম, মুহা. কামরুল আযম বাবু, শিক্ষক মো. আসাদুল হক, ইউএনও কার্যালয়ের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. হাসানুজ্জামান, মো. আশরাফুল ইসলাম চান্দু ও খলিলুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রমজানুল করিম লেবু, প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, আবু আলামিন, মো. তোফায়েল হোসেন, আব্দুর রশিদ, বিদৌরা বাবলী, মো. মাসুদ রানা, সানাউল্লাহসহ অনেকে।

মতবিনিময় সভাটি সঞ্চালনা করেন সমন্বয় পরিষদের সদস্যসচিব আবুল কালাম আজাদ।

সভা শেষে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির জেলা শাখার আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে পিডিবির মজিরুল ইসলামকে সভাপতি, মো. তোফাজ্জল হোসেনকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, ইউএনও কার্যালয়ের আশরাফুল ইসলাম চান্দুকে সাধারণ সম্পাদক, ডিসি কার্যালয়ের মো. মাসুদ রানাকে ১ম যুগ্ম সম্পাদক এবং মুজিবনগর ইউএনও কার্যালয়ের খলিলুর রহমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়।

এ সময় বক্তারা সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন এবং অবিলম্বে নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবি জানান।